দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১ ......

25 2002

ডিমলা উপজেলায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ডিমলা উপজেলায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচিতে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম আর কারচুপি। একই ছাত্রীকে একাধিক স্কুলে ভর্তি দেখানো হয়েছে। ভুয়া বিবাহিতা ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা তুলে সিংহভাগ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আর এসব অনিয়ম করার জন্য ডিমলা উপজেলার ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্টের ম্যানেজার আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী ৩০টির মতো মাধ্যমিক-নিম্নমাধ্যমিক স্কুল থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ আদায় করছেন।

ডিমলা সদরের দু'একটি বাদে গোটা উপজেলায় সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে সরকারের উপবৃত্তি কর্মসূচির কারণে ভুয়া ও অবৈধ ছাত্রীর ছড়াছড়ি। আর এসব ছাত্রীর নামে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজারকে ৬ মাস অন্তর অবৈধ ছাত্রীর ও অনিয়মের সংখ্যা অনুযায়ী ৫শ' থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একজন প্রধান শিক্ষক স্বীকার করেন, নিয়ম অনুযায়ী কিছু ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু তাদেরও উপবৃত্তি তোলা হয় প্রজেক্ট ম্যানেজারকে ম্যানেজ করে। নিরুপায় হয়ে তাকে মোটা টাকা ঘুষ দিতে হয়। এজন্য নির্দিষ্ট স্কুলে উপবৃত্তি দেয়ার আগে ওই স্কুলের শিক্ষককে ডেকে ম্যানেজারের রুমে বসিয়ে একটা 'সমঝোতা' করতে হয়। এ সময় ওইরুমে অন্য কারও ঢোকার অনুমতি নেই। এজন্য দরজায় বড় হরফে লেখা থাকে কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদক সেখানে সরজমিনে এ ঘটনার সত্যতা মেলে।